সংশোধনাত্মক মতবাদ
(Reformative Theory)

শাস্তির উদ্দেশ্য অপরাধীকে সংশোধন করা। শাস্তি একটি প্রক্রিয়া যা মানুষকে কল্যাণের পথে নিয়ে যেতে পারে। এই মতবাদ একটি নৃতাত্ত্বিক ও মনস্তাত্ত্বিক ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। নানা রকমের সামাজিক ও কৃষ্টিগত বঞ্চনা, শিক্ষার অভাব, অর্থনৈতিক অস্বাচ্ছন্দ্য প্রভৃতির জন্য মানুষ নৈতিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়। এই

Scanned with CamScanner

...বাদ মনে করে যে যথাযথ শিক্ষা বা মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসা অপরাধীকে তার ...বৃত্তি থেকে সরিয়ে আনে এবং সৎপথে প্রতিষ্ঠা করে। চিরাচরিত শাস্তি পদ্ধতিতে ...মতবাদ বিশ্বাসী নয়।

সমাজবিজ্ঞানীদের মতে মানুষের মধ্যে নৈতিকতা সুপ্ত থাকে। সামাজিক ও ...নৈতিক কারণে তার নৈতিক পতন হয়। এই পতনের জন্য সে প্রত্যক্ষভাবে ...দায়ী নয়। তাই তার মধ্যে যে শুদ্ধতা বা নৈতিকতা সুপ্ত রয়েছে তাকে জাগ্রত করা প্রয়োজন। শাস্তি মানুষের সুপ্ত নৈতিকতাকে জাগ্রত করে তার অধঃপতিত ...তাকে নৈতিক আসনে প্রতিষ্ঠা করে। একথা সত্য যে শাস্তি সম্পর্কে যে ধারণাটি লৌকিক জনমানসে প্রতিষ্ঠিত আছে তার তুলনায় শাস্তির বর্তমান ধারণাটি একটি ব্যতিক্রম। তার কারণ এখানে শাস্তির সঙ্গে কষ্ট দেওয়ার কোন সম্পর্ক নেই। অবশ্য সংস্কারের প্রক্রিয়াকে বাধ্যতামূলকভাবে কারও উপর আরোপিত হওয়াই যথেষ্ট ক্লেশকর। এই প্রক্রিয়ায় অপরাধীর স্বাধীনতা যে সাময়িক ভাবে হরণ করা হয় একথা অস্বীকার করা যায় না। স্বাধীনতার মৃত্যু, সাময়িক হলেও, যে কোন সংবেদনশীল মানুষের কাছে তা যথেষ্ট পীড়াদায়ক। অতএব এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী সংশোধনাত্মক প্রক্রিয়া শাস্তির বিকল্প নয়— শাস্তিরই অপর এক সংস্করণ।

এই আলোচনায় দেখা যায় যে সংশোধনাত্মক মতবাদের তিনটি দিক আছে—

(ক) মানুষের অপরাধের জন্য সামাজিক পরিবেশই দায়ী।

(খ) এই সামাজিক পরিবেশ তার শুভবুদ্ধি ও কল্যাণকর প্রবণতাকে আচ্ছন্ন করে;

(গ) শাস্তি এই আবরণকে দূর করে তার স্বাভাবিক কিন্তু সুপ্ত নৈতিকতাবোধকে জাগ্রত করতে সাহায্য করে।

এই মতবাদের সমর্থকরা মনে করেন যে শাস্তির উদ্দেশ্য হল অপরাধীকে স্বাভাবিক জীবনে পুনর্বাসনে সাহায্য করা। দৈহিক পীড়নের ফলে অপরাধীর পুনর্বাসন হয় না। শাস্তি যখন দৈহিক পীড়নের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না তখন তার একটি অন্য তাৎপর্য লক্ষ্য করা যায়। শাস্তিদাতা তখন শিক্ষকের ভূমিকা পালন করে। এই শিক্ষা যথার্থ হলে তার ফলস্বরূপ অপরাধী যেন অনুশোচনায় দগ্ধ হয়। তার অপরাধী সত্তা দগ্ধ হয়ে তার জায়গায় এক শুদ্ধ সত্তার প্রতিষ্ঠা হয়। তখন অপরাধী নিজেই স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তন করে।

এই মতবাদটি অনেকের কাছেই চিত্তাকর্ষক বলে মনে হতে পারে, কারণ এর আবেদন মানুষের সহজাত নৈতিকতাবোধের কাছে. সকল মানুষের মধ্যে শুভচেতনা আছে এই বিশ্বাস আমাদের মুগ্ধ করে। কিন্তু সব মানুষ সমান

Scanned with CamScanner

নয়। সব অপরাধীও সমান নয়। কোন কোন অপরাধীকে শিক্ষা অনুপ্রাণিত করে জীবনের স্বাভাবিক স্রোতে ফিরিয়ে আনা হয়তো সম্ভব। অনেক অপরাধীকেই এই পদ্ধতিতে সংশোধন করা যায় না। যার মধ্যে ধারণা দীর্ঘদিন যাবৎ বদ্ধমূল হয়ে রয়েছে তাকে বোঝান কঠিন যে অপ… করা অন্যায়। সুতরাং সংশোধনাত্মক মতবাদ যে কোথাও কোথাও ব্যর্থ… তা বলা বাহুল্য।

সমাজবিজ্ঞানীরা যদিও এই মতবাদ সমর্থন করেছেন তা হলেও সব অপরাধের কারণকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বলা যায় না। একই সমাজে এবং একই অর্থনৈতিক পরিবেশে বসবাসকারী সমস্ত মানুষই অপরাধী হয় না। বোধ হয় অপরাধ করার প্রবণতা কোন কোন মানুষের মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকে। তাই … সামাজিক ব্যধি বলা সম্ভবত সঙ্গত নয়।

তাছাড়া এই মতবাদ মনে করে যে যতদিন না সংস্কার বা সংশোধন সম্পূর্ণ হচ্ছে ততদিন একজন অপরাধীকে আটক রাখা যেতে পারে। ব্যধির প্রকৃতি অনুসারে আটক রাখার মেয়াদ স্বল্পস্থায়ী বা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে। অপরাধ যদি ব্যাধি হয় তাহলে আমরা জানি না অনারোগ্য ব্যাধির ক্ষেত্রে এই মতবাদ কি পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। যাই হোক এখানে যেন ব্যক্তির তুলনায় সমাজকেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সমাজ যে আদর্শকে অনুকরণীয় বলে মনে করে সেই আদর্শের আদলেই সমস্ত মানুষকে গড়ে তুলতে চায়। আমরা ভুলে যাই যে প্রতিটি মানুষ স্বতন্ত্র, একই আদর্শের ছাঁচে গড়ে তোলা সমধর্মী সামাজিক একক বা social unit নয়।

আইনজ্ঞরা মনে করেন যে সমাজের উপর ক্রিমিনাল ল-এর যে বহুমুখী প্রভাব আছে তার সঙ্গে সংশোধানাত্মক মতবাদের একমুখী মতাদর্শের সঙ্গতি নেই। সংশোধনাত্মক মতবাদ কেবলমাত্র একজাতীয় অপরাধীর কথাই বিবেচনা করে যে একটি অপরাধ করেছে এবং যে অনুরূপ অপরাধ আবার করতে পারে। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে অপরাধ দমনের জন্য যে আইন প্রণয়ন করা হয় তা হত্যা, বিশ্বাসঘাতকতা, চুরি প্রভৃতি অপরাধকে বিচার করে যার পুণরাবৃত্তির সম্ভাবনা অতি সীমিত। সেক্ষেত্রে আলোচ্য মতবাদ যে সংস্কার করতে চায় তার প্রয়োজন এবং প্রয়োগও সীমিত হয়ে পড়ে। তাছাড়া ক্রিমিনাল ল-এর আর একটি উদ্দেশ্য হল সেই সমস্ত মানুষকে অপরাধ করা থেকে বিরত করা যারা অপরাধ করার জন্য কোন কারণে প্রলুব্ধ হতে পারে। আইনের এই উদ্দেশ্য সংশোধনাত্মক মতবাদে সিদ্ধ হয় না, বরং অপরাধ প্রতিরোধ করার প্রশ্নটি এখানে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যায়।

Scanned with CamScanner

বিভিন্ন শাস্তিতত্ত্ব বিচার করলে বোঝা যায় যে একটি গ্রহণযোগ্য শাস্তিতত্ত্বে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি থাকা প্রয়োজন।

(ক) অপরাধী অন্য মানুষ বা সমাজের যে ক্ষতিসাধন করেছে সে নিজে তার থেকে মুক্ত থাকতে পারে না। তাকেও সেই ক্ষতির অংশীদার হতে হবে।

(খ) একই সঙ্গে এ কথাও সত্য যে অপরাধীর চরিত্র সংশোধন করাও শাস্তির লক্ষ্য হওয়া উচিত।

(গ) শাস্তির উদ্দেশ্য হওয়া উচিত সমাজে অপরাধকে প্রতিরোধ করা।

আমরা দেখেছি যে কোন মতবাদই এই তিনটি শর্ত পূর্ণ করে না, যদিও প্রতিটি তত্ত্বেই কোন না কোন শর্ত পূর্ণ হয়েছে। আদর্শ শাস্তিতত্ত্বে এই তিনটি বৈশিষ্ট্যই থাকা উচিত। বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রতিরোধাত্মক মতবাদকেই তুলনামূলক ভাবে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়— অবশ্য কঠোর মতবাদটি নয়। লঘু সংশোধনাত্মক মতবাদ অপরাধীর দায়িত্বকে যথাযথভাবে পরিমাপ করতে চায়। পারিপার্শ্বিকের অবদানকে এই মতবাদ যথাযথ গুরুত্ব দেয়। ম্যাকেঞ্জি বলেছেন যে আইনের কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমতাকে রক্ষা করাই যদি শাস্তির উদ্দেশ্য হয় তা হলে অপরাধীর সংশোধনের মাধ্যমে এবং অপরাধের প্রতিকারের মাধ্যমে এই উদ্দেশ্য কিছুটা সিদ্ধ হয়। আইন যে শাস্তিকে অনুমোদন করেছে তাকে প্রয়োগ করা প্রয়োজন কারণ তার দ্বারাই অপরাধী আইনের মর্যাদেকে উপলব্ধি করতে পারে এবং সে যে শাস্তিভোগ করছে তার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে সচেতন হতে পারে। প্রত্যেক অপরাধীর পক্ষেই শাস্তির তাৎপর্য ও উদ্দেশ্যকে জানা উচিত। একজন অপরাধী যদি উপলব্ধি করতে পারে যে আইনের অধীনতা যে কোন নাগরিকের পক্ষেই স্বীকার্য তা হলে তার মধ্যে অপরাধপ্রবণতা হ্রাস পেতে পারে। রাষ্ট্রের আইনতন্ত্রের মধ্যে যে নৈতিকতা প্রকাশিত হয় সমস্ত নাগরিকের কাছে তার প্রতি আনুগত্য দাবি করাই শাস্তির উদ্দেশ্য। লঘু সংশোধনাত্মক শাস্তিতত্ত্বকে এই দিক থেকে সবচেয়ে বেশী সন্তোষজনক বলে মনে হয়।

আধুনিক বিশ্বে মানবতাবাদ একটি উজ্জ্বল আদর্শ রূপে গৃহীত হয়েছে। সমাজ বা রাষ্ট্রের পক্ষে এমন কিছু করাই সঙ্গত নয় যা মানবতাকে অপমান করে। মানবতা, মানবিক ধর্ম এবং মূল্যকে রক্ষা করা শাস্তি বিধানের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। স্বভাবতই এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে শাস্তিদানের প্রস্তাব নিন্দিত হবে। তার কারণ এখানে অপরাধীকে মানুষ হিসাবে গণ্য করা হয় না। সমাজে অপরাধের

Scanned with CamScanner

অস্তিত্বকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না। কিন্তু একজন অপরাধীও যেহেতু মানুষ তাই সংশোধনের আগ্রহ নিয়ে তাকে শাস্তি দিতে হবে।

উপরোক্ত মনোভাব শাস্তির পরিবর্তে অনুকম্পা এবং ক্ষমাকেই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে। একথা সত্য যে, যে ব্যক্তি জীবনে প্রথম অপরাধ করেছে তাকে হয়তো ক্ষমা প্রদর্শন করে সংশোধন করা যায়। যেখানে শাস্তি ব্যর্থ হয় সেখানে ক্ষমা সার্থক হতে পারে। এ কথার যে শুধু মাত্র তাত্ত্বিক মূল্য আছে তা নয়, অভিজ্ঞতা এ কথাকে সমর্থন করে। কিন্তু অভিজ্ঞতা একথাও বলে যে একজন অপরাধীকে যদি একবার ক্ষমা করা হয় তা হলে সে নির্ভয়ে দ্বিতীয়বার একই জাতীয় অপরাধ করতে কুণ্ঠিত হবে না। এই জাতীয় ক্ষেত্রে ক্ষমার তুলনায় শাস্তিদানই কাম্য; অর্থাৎ শাস্তিদান এবং ক্ষমা প্রদর্শনের মধ্যে কোন্‌টি কার্যকর হবে তা নির্ভর করে পরিস্থিতি, পরিবেশ এবং অপরাধীর মানসিকতার উপর। ক্ষমা যে কখনও কখনও ফলপ্রসূ হয় তা আমরা একেবারেই অস্বীকার করতে পারি না। ক্ষমার মাধ্যমে অবশ্যই চরিত্রের সংশোধন হতে পারে। কিন্তু একজন মানুষের অপরাধ যে সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে কতটা অশুভ এ কথাও তাকে বোঝানো প্রয়োজন। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তাই শাস্তির মত ক্ষমাও অপরাধীর মনে অনুশোচনার জন্ম দেয় এবং তার চিত্তকে শুদ্ধ করে তাকে সমাজের একজন সুন্দর নাগরিক করে তোলে।

Scanned with CamScanner

সংশোধনাত্মক মতবাদ ঃ এই মতবাদ অনুযায়ী একজন অপরাধীকে শাস্তি দেওয়ার

Scanned with CamScanner

উদ্দেশ্য হলো অপরাধীর চরিত্রের সংশোধন করা। লিলি শাস্তি সম্পর্কিত সংশোধনাত্মক মতবাদের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন যে, "শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্য হলো অপরাধীর নিজের চরিত্রের সংশোধন করা"।[৫] এই মতবাদ অনুযায়ী অপরাধীকে যখন শাস্তি দেওয়া হয়, তখন শাস্তির উদ্দেশ্য অপরের বা সমাজের মঙ্গলসাধন নয়, অপরাধীর মঙ্গল সাধন। অপরাধীকে শিক্ষা দেওয়া বা তার চরিত্রের সংশোধন করাই শাস্তিদানের উদ্দেশ্য। বস্তুত, শাস্তির মাধ্যমে অপরাধীকে সংশোধনের সুযোগ দেওয়া হয়। সংশোধনাত্মক মতবাদে অপরাধীর মঙ্গলের কথা চিন্তা করে শাস্তিপ্রদান করা হয় বলে অপরাধীকে উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য হিসাবেই গণ্য করা হয়, উপায় হিসেবে নয়। আধুনিক যুগে সংশোধনাত্মক মতবাদটিকে সাধারণত গ্রহণ করা হয় এই কারণে যে, মানবোচিত দৃষ্টিভঙ্গী এই মতবাদে প্রতিফলিত হয়েছে। অন্যভাবে বলা যায়, এই মতবাদ অনুযায়ী অপরাধীকে সংশোধন করাই যেহেতু শাস্তিদানের উদ্দেশ্য, সেহেতু প্রাণদন্ড দিলে সংশোধনের আর কোন সুযোগই থাকেনা।

আধুনিক যুগে অপরাধবিজ্ঞান সংশোধনাত্মক মতবাদের সমর্থক। অপরাধবিজ্ঞান অনুযায়ী অপরাধ এক ধরনের মানসিক রোগ বা বৈকল্য। শারীরিক বৈকল্যের জন্যও অনেক সময় অনেকেই অপরাধ করে। সেজন্য প্রয়োজন অপরাধীর মানসিক ও শারীরিক শিক্ষার বা চিকিৎসার। অপরাধবিজ্ঞান বলে যে, যারা অপরাধ-কর্মে লিপ্ত হয় তারা স্বেচ্ছায় অপরাধ করেনা, অপরাধ করে তাদের জৈবিক ও মানসিক অসুস্থতার জন্য। অপরাধ-সমাজবিজ্ঞানও এই মতকে সমর্থন করে। অপরাধ-সমাজবিজ্ঞান অনুযায়ী মানুষ যখন প্রতিকূল অবস্থা ও অপ্রীতিকর অবস্থার মধ্যে বড়ো হয়, তার বা তার পরিবারের ওপর যখন অবিচার চলে, সে যখন দেখে তার চারপাশে সামাজিক দুর্নীতি ও অন্যায় ঘটে চলেছে, অর্থনৈতিক বৈষম্যের শিকার তাকে যখন হতে হয়, তখন সে প্রচলিত বিধি-বিধানকে লঙ্ঘন করে; তার মন তখন অপরাধপ্রবণ হয়ে ওঠে। সে অপরাধ-কর্মে লিপ্ত হয়। যে-অপরাধী স্বেচ্ছায় নিয়ম-নীতি লঙ্ঘন করে, তার শাস্তি অবশ্যই হওয়া দরকার। কিন্তু সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যেখানে ব্যক্তিকে অপরাধী করে তোলে, সেখানে অপরাধীকে পারিপার্শ্বিক অবস্থার উন্নতিসাধন এবং সমাজের পুনর্গঠনের ব্যবস্থা না করে শুধু শাস্তি দিলে শাস্তির উদ্দেশ্য ব্যর্থ হতে বাধ্য। সেজন্য আজকাল উন্নত দেশগুলিতে কারাগারের বদলে সংশোধনাগার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং কোথাও কোথাও এখন প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। সমাজ-মনোবিজ্ঞানীরা এটা ক্রমশই সমর্থন করছেন। নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া অপেক্ষা সমাজকে সাম্য, মৈত্রী এবং ন্যায়-নীতির ওপর প্রতিষ্ঠা করতে পারলে, সকলকে সমান সুযোগ দিলে, অর্থনৈতিক বৈষম্য কমিয়ে আনলে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার উন্নতিসাধন করতে পারলে অপরাধ অনেক কমে আসে।

---

৫. "According to this theory, the aim of punishment is to reform the character of the offender himself." *An Introduction to Ethics*, William Lillie.

Scanned with CamScanner

ফ্রয়েড এবং তাঁর অনুগামী মনঃসমীক্ষকগণ মনে করেন যে, অপরাধ এবং অসামাজিক কাজকর্মের জন্য মানুষের অবদমিত যৌন ইচ্ছাই দায়ী। তাঁদের মতে, যৌনইচ্ছার অবদমনের ফলেই মানুষের মনে অপরের ক্ষতিসাধন করার ইচ্ছা জাগরিত হয়, এবং তা থেকেই তারা অন্যায় বা অপরাধ করে। এদের শাস্তিবিধান করার চেয়ে বেশী প্রয়োজন চিকিৎসার। মনঃসমীক্ষণের মাধ্যমে এদের চিকিৎসা হওয়া প্রয়োজন।

তবে, এটা যেমন সত্য যে, অভাবে মানুষ চুরি করে, নানাপ্রকার অপরাধকর্মে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তেমনি এটাও সত্য যে, যারা বিত্তবান তারাও অনেক সময় অত্যন্ত ঘৃণ্য অপরাধমূলক কাজে, যেমন চোরাকারবারে, ড্রাগপাচারে বা নারী দেহব্যবসায় লিপ্ত হয়ে পড়ে। সুতরাং সকল ক্ষেত্রে সামাজিক বা অর্থনৈতিক বৈষম্যের তত্ত্ব দিয়ে অপরাধকে ব্যাখ্যা করা যায় না।

অধ্যাপক ইউয়িং তাঁর *'A Study on Punishment'* গ্রন্থে শাস্তির শিক্ষামূলক তত্ত্বের (educative theory) উল্লেখ করেছেন। ইউয়িং বলেছেন, মানুষ সাধারণত অন্যায় কাজকে দু'শ্রেণীতে ভাগ করে থাকে, যথা, ক্ষমাযোগ্য কাজ (excusable acts) এবং যথার্থই খুব অন্যায় কাজ (acts that are very wrong indeed)। যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে, জুয়াখেলা নৈতিকভাবে অন্যায় কাজ, সে মনে করতে পারে কোন ঘোড়ার ওপর এক শিলিং বাজী ধরা তার পক্ষে বা অন্য লোকের পক্ষে ক্ষমাযোগ্য কাজ, কিন্তু চুরি করাকে সে যথার্থই খুব অন্যায় কাজ বলে মনে করতে পারে। আইন যখন কোন অন্যায় কাজের জন্য শাস্তি প্রদান করে তখন লোক বুঝতে পারে যে, আগে যে-কাজকে তারা ক্ষমাযোগ্য কাজ বলে ভেবেছে, বস্তুত তা যথার্থই খুব অন্যায় কাজ। এটা তাদের আবার ঐ ধরনের কাজ না করতে সাহায্য করে। তবে, শাস্তির ভয়ে নয়; তারা আইন এবং শাস্তির মাধ্যমে উপলব্ধি করে যে, কাজটি কতো অন্যায়। ইউয়িং বলেছেন যে, এই শিক্ষামূলক প্রভাব তখনই কেবলমাত্র কার্যকর হবে যখন লোক দেখে যে, শাস্তির মধ্যে কিছু পরিমাণ ন্যায়বিচার (justice) রয়েছে অথবা অন্যভাষায় বলা যায় শাস্তি কিছু পরিমাণে অপরাধের সঙ্গে মানানসই। শাস্তিকে নৈতিক অননুমোদন প্রকাশ করার ভাষা হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। লোক যদি সর্বদাই আইন মান্যকারী হতো, তাহলে সম্ভবত ভাষায় অননুমোদনের প্রকাশই তাদের গুরুতর অপরাধ করা বা আইন লঙ্ঘন করা থেকে বিরত করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট বলে বিবেচিত হতো। কিন্তু আমাদের অপ্রীতিকর অবস্থায় আরো কার্যকরী ভাষার প্রয়োজন, আর সেক্ষেত্রে শাস্তির কাজই হলো সেই ভাষা হওয়া।

প্রশ্ন হতে পারে, **শাস্তি সম্পর্কিত মতবাদগুলির মধ্যে কোন্‌টি সবাধিক গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে?** বিষয়টি বির্তকিত। কোন একটি মতবাদকে গ্রহণযোগ্য মতবাদ হিসাবে স্বীকার করা যুক্তিসঙ্গত নয়। কেননা, প্রতিটি মতবাদেরই কিছু না কিছু সীমাবদ্ধতা

Scanned with CamScanner

আছে। প্রতিরোধাত্মক মতবাদকে নৈতিক দিক থেকে গ্রহণ করা যায় না এজন্য যে, এই মতবাদ অপরাধীকে বা অন্যায়কারীকে অন্যের মঙ্গল বা সামাজিক মঙ্গলসাধনের উপায় হিসাবে গণ্য করে। কিন্তু কোন মানুষকেই কখনো উপায় হিসাবে গণ্য করা সমর্থনীয় নয়।

প্রতিশোধাত্মক মতবাদকেও গ্রহণ করা যায় না এজন্য যে, প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যই প্রতিশোধ নেওয়াটা নৈতিকভাবে মন্দ। এই মতবাদ অনুযায়ী অপরাধীর প্রতি অপরাধের অনুরূপ ব্যবহার করার কথাই বলা হয়েছে। ফলে, এক্ষেত্রে অনেক সময়ই মানবোচিত ব্যবহার অপরাধীর প্রতি করা হয় না। তবে, অনেকে মনে করেন যে, কঠোর প্রতিশোধাত্মক মতবাদ গ্রহণযোগ্য না হলেও লঘু প্রতিশোধাত্মক মতবাদ গ্রহণ করা যেতে পারে। কারণ, এই মতবাদে অপরাধীর প্রবৃত্তি, প্রকৃতি এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিচারের মাধ্যমে অপরাধীর বিচার করার কথা বলা হয়েছে।

সংশোধনাত্মক মতবাদে অপরাধীর চরিত্রের সংশোধনের কথা বলা হয়েছে। যে প্রথমবার অপরাধ করেছে, তাকে যদি সংশোধনের সুযোগ না দিয়ে শাস্তি বিধান করা হয়, তাহলে দেখা গেছে অনেক সময়ই সে দাগী আসামীতে পরিণত হয়েছে। অনেক সময় সদয় ব্যবহার করলে অপরাধী তার ভুল বুঝতে পারে, তার মনে অনুতাপ আসে, সে অপরাধেব পথ থেকে ফিরে আসে। মানবতাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকেএই মতটিকে আধুনিককালে অনেকেই গ্রহণ করে থাকেন। কিন্তু সবক্ষেত্রে অপরাধীর মনে অনুতাপ আসেনা দেখা গেছে। অন্যায়কারী যদি তার অন্যায় কর্মের জন্য শাস্তি না পায়, তাহলে সমাজে অপরাধের সংখ্যা বেড়েই চলে — এই ব্যাপারটিকেও অস্বীকার করা যায় না।

আসলে সমাজে নানা ধরনের অপরাধ সংঘটিত হয়। এইসব অপরাধের বিচার কোন একটি মাত্র শাস্তিতত্ত্বের অনুসরণে না করাই বাঞ্ছনীয়। বরং অপরাধের প্রকৃতি বা স্বরূপ বিচার করে শাস্তিবিধান করা উচিত।

ম্যাকেঞ্জী পাঁচ রকমের অপরাধের উল্লেখ করেছেন ঃ

১) কিছু কিছু অপরাধ সংঘটিত হয় মানুষের সাময়িক উন্মাদনার ফলে।

২) কিছু কিছু অপরাধ সংঘটিত হয় মানুষের জৈবিক ত্রুটির ফলে।

৩) আবেশিক বায়ুর (obsession) জন্যও মানুষ কখনো কখনো অপরাধ করে।

৪) কোন কোন অপরাধ সংঘঠিত হয় ভ্রান্ত নৈতিক বিচারের জন্য।

৫) স্বেচ্ছায় নিয়ম-বিধি লঙ্ঘন করার জন্য অনেক সময়ই অপরাধ সংঘঠিত হয়।

প্রথম এবং দ্বিতীয় প্রকার অপরাধের প্রকৃতি বিচার করে আমরা বলতে পারি যে, এই ধরনের অপরাধীদের জন্য শাস্তির প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন চিকিৎসার। তৃতীয় প্রকার অপরাধ যারা করে তাদের জন্য প্রয়োজন মানসিক চিকিৎসার। কারণ, এসব ক্ষেত্রে

Scanned with CamScanner

অপরাধী তার নিজের থেকে বহুদূরে সরে গেছে। তার আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা হারিয়ে যায়। তার কর্ম তার নিজের নয়, সে আত্মচ্যুত।

প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় প্রকার অপরাধ কর্মে যারা লিপ্ত হয়, তাদের অপরাধপ্রবণতার জন্য চিকিৎসাই করাতে হবে। শাস্তি দিয়ে তাদের অপরাধপ্রবণতার মতো সামাজিক ব্যাধিকে দূর করা যাবে না। চতুর্থ প্রকার অপরাধকর্মে লিপ্ত ব্যক্তির অপরাধ নিরসন করা যায় বিচারের ভ্রান্তি দূর করে। পঞ্চম প্রকার অপরাধ যে সংগঠিত হয় তার জন্য দায়ী ব্যক্তির স্বেচ্ছাকর্ম। এতে তার কৃতকর্মের দায়িত্ব সে নিজে বহন করে বলে এ ধরনের অপরাধীর শাস্তি হওয়া দরকার। নৈতিক বিধি-বিধানের মর্যাদারক্ষা এবং আইনের স্ব-মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া ব্যক্তি এবং সমাজ উভয়ের পক্ষেই মঙ্গলজনক। শাস্তির যৌক্তিকতা যাতে অপরাধী উপলব্ধি করে সেদিকে দৃষ্টি রাখলে তবেই শাস্তির উদ্দেশ্য চরিতার্থ হয়।

Scanned with CamScanner

(২) শাস্তি সম্পর্কিত সংশোধনাত্মক মতবাদ (**Reformative theory or Punishment**) ঃ শাস্তি সম্পর্কিত এরূপ মতবাদটির মূল বক্তব্য হল—শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে আমাদের মৌল লক্ষ্য হওয়া উচিত অপরাধীর চরিত্রের সংশোধন (Reformation of Character)। এই মতবাদ তাই এরূপ দাবীই করে যে, শাস্তির মাধ্যমে অপরাধীকে শিক্ষা দিয়ে তাকে অপরাধ কর্ম থেকে বিরত করা। অর্থাৎ, অপরাধীকে তার কৃতকর্মের জন্য শাস্তি প্রদান করতে হবে ঠিকই, কিন্তু তাকে এমনই শাস্তি দেওয়া উচিত; যার মাধ্যমে অপরাধীর চারিত্রিক সংশোধন সম্ভব হতে পারে। স্বাভাবিক ভাবেই শাস্তির এরূপ মতবাদে অপরাধীকে কখনোই একটি উপায় (means) হিসাবে গণ্য করা হয় না। অপরাধীকে সব সময়ই একটি উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য (end) হিসাবে গণ্য করা হয়। এক্ষেত্রে তাই অপরাধীকে তার অপরাধ কর্মের জন্য শাস্তি দেওয়া হয় না, শাস্তি দেওয়া হয় তার চরিত্রগত সংশোধনের জন্য। শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে অপরাধী অনুভব করতে সক্ষম হয় যে, সে

Scanned with CamScanner

অপরাধ করেছে। এজন্য তার বিবেকের দংশন শুরু হয়, এবং এর ফলেই তার মধ্যে শুরু হয় অনুশোচনা। আর এই অনুশোচনাই তার চরিত্রকে সংশোধন করে স্বাভাবিক ভাবে জীবন যাপন করতে প্রতিযোজন করায়।

এই মতবাদ অপরাধীকে লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য হিসাবে গ্রহণ করার ফলে "মৃত্যুদণ্ডকে" এবং অপরাপর "চরমতম শাস্তিকে" (Capital Punishment) সমর্থন করে না। কারণ, অপরাধীর চরিত্রগত সংশোধনের জন্যই যদি শাস্তি বা সাজা দেওয়া হয়ে থাকে, তাহলে তায় চরিত্রকে এই জন্মেই সংশোধন করতে হবে। অর্থাৎ, মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হলে অপরাধীর চরিত্রের সংশোধানের আর কোন পন্থাই থাকে না। অপরাধীর "চরিত্র সংশোধন" নামক শব্দটি তাই নিরর্থক হয়ে পড়ে। অপরাপর চরমতম শাস্তির ক্ষেত্রেও অনুরূপ বিষয় পরিলক্ষিত। সেজন্য এরূপ মতবাদ মৃত্যুদণ্ডের ন্যায় অপরাপর চরমতম শাস্তি প্রদানের বিষয়কে সমর্থন করে না।

প্রখ্যাত গ্রীক চিন্তাবিদ্ প্লেটোকেও (Plato) এরূপ মতবাদেরই সমর্থক বলে মনে করা হয়। প্লেটোর মতে, অপরাধ ক্রিয়ার জন্য অপরাধীকে অবশ্যই শাস্তি পেতে হবে। কিন্তু শাস্তি দিতে হবে তার চরিত্রগত সংশোধনের জন্য যাতে সে আর পাঁচটা স্বাভাবিক মানুষের ন্যায় স্বাভাবিক জীবনে প্রতিযোজন করতে সমর্থ হয়। তাঁর মতে, কোন মানুষই অপরাধী হয়ে জন্ম গ্রহণ করে না। সামাজিক অব্যবস্থার জন্যই মানুষ অনেক সময় অপরাধ করে ফেলে এবং সমাজের চোখে অপরাধী রূপে চিহ্নিত হয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, এই অপরাধীই আবার তার জীবন থেকে অপরাধ ক্রিয়াকে বিযোজন করে স্বাভাবিক মানুষ হিসাবে গণ্য হতে পারে। সুতরাং যাতে সে তার জীবন থেকে অপরাধ কর্মকে বিযোজন করতে পারে, তার একটা নিদান হিসাবে লঘু শাস্তি প্রদান করাই কাম্য। এ হল অপরাধীর কাছে এক ধরনের শিক্ষা—যা জীবনের স্বাভাবিকতাকে ফিরিয়ে এনে দিতে পারে।

পরবর্তীকালে অনেকেই শাস্তি সম্পর্কিত এরূপ মতবাদকে সমর্থন করেছেন। এদের মধ্যে অন্যতম হলেন প্রখ্যাত দ্বান্দ্বিক চিন্তানায়ক ফেডারিক হেগেল (Fedaric Hegel)। তাঁর মতে, অপরাধীর চরিত্রগত সংশোধনের উপযুক্ত মাধ্যম হল শাস্তি প্রদান। কারণ, কোন অপরাধী যখন কোন অপরাধ ক্রিয়া সংঘটিত করে, তখন সে জ্ঞাতসারেই তা করে। এর ফলে নৈতিক নিয়মের লঙ্ঘন হয়, এবং এজন্যই তাকে শাস্তি দেওয়া প্রয়োজন—যাতে সে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় যে, সে অন্যায় করেছে এবং এরূপ করাই হল নৈতিকতা বিরোধী কাজ। ফলত, তার অন্তরে অনুতাপের বেদনা অনুভূত হয় ও আত্মশুদ্ধির জন্য সংকল্প গ্রহণ করে। এভাবেই তার চরিত্রগত সংশোধন হয় এবং স্বাভাবিক জীবনযাপনে প্রত্যাবৃত হতে পারে।

আধুনিক কালে অপরাধ সম্পর্কিত সমাজবিজ্ঞান (Criminal Sociology), অপরাধমূলক নৃবিজ্ঞান (Criminal Anthropology); এবং প্রখ্যাত মনসমীক্ষণবাদী সিগমুন্ড ফ্রয়েড (Sigmund Freud) প্রমুখ শাস্তি সম্পর্কিত সংশোধনাত্মক মতবাদের স্বপক্ষেই সওয়াল করেছেন। সিগমুন্ড ফ্রয়েড এবং তার অনুগামীরা বলেন যে, মানুষের বিভিন্ন প্রকার অপরাধমূলক কাজকর্মের মূলে রয়েছে মানুষের কোন না কোন প্রকার অবদমিত যৌন-এষনা। বিভিন্ন কারণে এই সমস্ত অবদমিত ইচ্ছা বা এষনার প্রকাশ পায় অপরাধের মাধ্যমে। এ-

Scanned with CamScanner

হল এক ধরনের মানসিক বিকার। উপযুক্ত মানসিক চিকিৎসায় তা আরোগ্য লাভ করতে পারে, এবং তখনই সে আবার স্বাভাবিকতা ফিরে পেতে পারে। এভাবেই তার চরিত্রের সংশোধন সম্ভব।

অপরাধ সম্পর্কিত সমাজবিজ্ঞান ও অপরাধমূলক নৃবিজ্ঞানও অনুরূপ অভিমত পোষণ করে বলে—মানুষ বিভিন্ন প্রকার অপরাধ কর্মে লিপ্ত হয় প্রতিকূল আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতে। অপরাধী হয়ে কেউ জন্মগ্রহণ করে না, পরিবেশই মানুষকে অপরাধীর তকমা পরিয়ে দেয়। সে কারণেই 'অপরাধ' ঘৃণ্য ও নিন্দনীয় হলেও "অপরাধী" কখনই ঘৃণ্য ও নিন্দনীয় নয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বলা হয় যে—"পাপকে ঘৃনা কর, পাপীকে নয়"। তাই মানুষের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটিয়ে তার জীবন থেকে অপরাধ প্রবণতাকে সরিয়ে দিয়ে সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে চরিত্রের সংশোধন ঘটাতে হবে। এর জন্য যতটুকু শাস্তির প্রয়োজন ততটুকুই শাস্তি দিতে হবে, তার বেশী নয়। এভাবেই অপরাধীর চরিত্রের সংশোধন ঘটে এবং সে নিজের ও সমাজের মঙ্গল সাধনে রত হয়।

বর্তমান কালের মানবতাবাদী চিন্তাবিদ্‌গণ এই সংশোধনাত্মক মতবাদের স্বপক্ষে জোরালো সওয়াল করেন। তাঁদের মতে, অপরাধীর চরিত্রগত সংশোধনের পদ্ধতিটি খুবই সঙ্গত এবং যথপোযুক্ত। কারণ, এরূপ শাস্তিদানের পদ্ধতির মাধ্যমে মানবতাবাদেরই জয়গান করা হয়। মানুষকে শাস্তিদানের মাধ্যমে নিজেকে সংশোধন করে, স্বাভাবিক জীবন যাপনে সুযোগ করে দেওয়াই হল মানবতার প্রকাশ। এরূপ মতবাদ তাই সমগ্র সমাজের পক্ষেই মঙ্গলজনক। এটা একদিকে যেমন ব্যক্তি মানুষ হিসাবে অপরাধীর নিজের মঙ্গলকে সূচিত করে, তেমনি আবার সমাজের অপরাপর ব্যক্তি সকলেরও মঙ্গল আনয়ন করে। এভাবেই একটি সুস্থ, সবল ও মঙ্গলজনক সমাজের ভিত্তি স্থাপিত হয়। ম্যাকেঞ্জি (Mackenzie) তাই বলেন—"মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সাযুজ্য সম্পন্নতার পরিপ্রেক্ষিতে আধুনিক কালের অনেকেই এরূপ মতবাদটিকে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন (This appears to be the view that is most commonly taken at the present time, because it is the one which seems to fit in best with the humanitarian sentiments of the age. Mackenzie, ***A Manual of Ethics*** : P 375)"।

সংশোধনাত্মক মতবাদের সমালোচনা (Criticism of Reformative Theory) : অপরাধীকে শাস্তিদানের পরিপ্রেক্ষিতে এরূপ মতবাদ মানবতাবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে বহুলভাবে প্রশংসিত হলেও, তা কিন্তু সমালোচনার উর্ধ্বে নয়। কারণ, এই মতবাদ নিম্নোক্ত কারণগুলির পরিপ্রেক্ষিতে অবশ্যই সমালোচিত।

প্রথমত, এরূপ মতবাদের মূল বক্তব্য যদি গ্রহণ করা হয়, তাহলে শাস্তিদানের সমগ্র প্রক্রিয়াটি একটি অচল অবস্থার (Dead Hault) সৃষ্টি করে। সেক্ষেত্রে শাস্তি সম্পর্কিত প্রাথমিক ধারণাটিই ব্যাহত হয়। কারণ, শাস্তির অর্থই হল শাস্তিপ্রদান করা, অপরাধকারীর চরিত্রগত সংশোধন করা নয়। শাস্তিপ্রদান তাই কখনোই সংশোধনের স্তরে উঠে আসতে পারে না। সংশোধনের অর্থ হল এক ধরনের শিক্ষণ প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে অপরাধী ন্যায় অন্যায় বোধটির শিক্ষণ লাভ করতে পারে। আর শিক্ষণ যেহেতু যন্ত্রদায়ক প্রক্রিয়া রূপে

Scanned with CamScanner

গণ্য নয়, সেহেতু শাস্তিপ্রদানের মাধ্যমে অপরাধীর শিক্ষণও সম্ভব নয়। অধ্যাপক লিলিও (Lillie) তাই মনে করেন যে, "শিক্ষা কখনোই শাস্তিরূপে গণ্য নয় (Education is not Punishment. W. Lillie, *An Introduction to Ethics* : P 253)"।

দ্বিতীয়ত, সংশোধনাত্মক মতবাদ অনুযায়ী যদি অপরাধীর চরিত্রকেই সংশোধন করা উদ্দেশ্য হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে কখনোই চরমতম শাস্তি, যেমন যাবজ্জীপন সশ্রম কারাদণ্ড, মৃত্যুদণ্ড, প্রভৃতি আরোপ করা যায় না। অথচ একথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে, এ ধরনের শাস্তি কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্যই প্রয়োজন। যারা পেশাদার খুনী হিসাবে পরিচিত, এবং যারা দেশদ্রোহী হিসাবে চিহ্নিত ; তারা অর্থের বিনিময়ে হামেশাই নির্দ্বিধায় মানুষ খুন করতে পারে অথবা দেশের গোপন তথ্য পাচার করতে অভ্যস্ত, তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু এই ধরনের চরমতম শাস্তিই কাম্য। কিন্তু সংশোধনাত্মক মতবাদ এই ধরনের শাস্তি সমর্থন না করায়—তা সুস্থ সবল সমাজ গঠনের পক্ষে কখনোই সমর্থন যোগ্য বলে বিবেচিত নয়।

তৃতীয়ত, এই মতবাদে শুধু শাস্তিভঙ্গকেই মানব চরিত্রের সংশোধনের পন্থা হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে। কিন্তু শাস্তিপ্রদান ছাড়াও চরিত্র সংশোধনের ক্ষেত্রে আরো অন্যান্য অনেক বিষয়ের যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বিদ্যমান—তা অস্বীকার করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে লিলি (Lillie) বলেন—"অপরাধীকে সংশোধন করার আরো অনেক উপায় আছে, যেমন—শিক্ষা, সহৃদ ব্যবহার এবং ক্ষমা প্রভৃতি (There are other ways of reforming the offender—education, kind treatment, and even forgiveness. W. Lillie, *An Introduction to Ethics,* P 254)।" সুতরাং শুধু শাস্তি প্রদানই সংশোধনের একমাত্র উপায় নয়।

চতুর্থত, সংশোধনাত্মক মতবাদের ক্ষেত্রে অপরাধ সমাজবিজ্ঞানীরা যে সমস্ত যুক্তির অবতারণা করেছেন, তাও সর্বক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, তাঁরা বলেন যে, সমস্ত প্রকার অপরাধের ক্রিয়ার পশ্চাতে আছে বিরূপ আর্থ-সামাজিক পরিবেশ। সুতরাং এটাই হল অপরাধের মূল কারণ। কিন্তু সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এরূপ প্রতিকূল আর্থ-সামাজিক অবস্থা অপরাধের একটি শর্ত (condition) হিসেবে বিবেচিত হলেও, কখনোই তা একটি পূর্ণাঙ্গ কারণ (cause) হিসাবে গণ্য হতে পারে না। ফলত, এরূপ মতবাদ "একটি শর্তকে কারণরূপে ভ্রান্ত মনে করায় (Mistaking a condition as a cause)" দোষযুক্ত হয়ে পড়েছে এবং সেকারণেই তা গ্রহণযোগ্য নয়।

পঞ্চমত, অপরাধ সম্পর্কিত নৃবিজ্ঞানও কিন্তু অপরাধীর অপরাধের কারণ সম্বন্ধে সঠিক তথ্য পরিবেশন করতে পারে নাই। কারণ, অপরাধ সম্পর্কিত নৃবিজ্ঞান দাবী করে যে, মানুষ এক প্রকার মানসিক বিকারের স্বীকার হয়েই এরূপ ক্রিয়া সংঘটিত করে। কিন্তু আমাদের পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা এই তথ্য প্রমাণ করেছে যে, কোন কোন ক্ষেত্রে অপরাধী মানসিক বিকারের শিকার হয়েই এরূপ কাজ করে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, সব রকম অপরাধের ক্ষেত্রেই অপরাধী মানসিক রোগের শিকার হয়। ইচ্ছাপূর্বক পরিকল্পনা করেই অনেক সময় অপরাধী

Scanned with CamScanner

অপরাধ ক্রিয়া সম্পন্ন করে। সুতরাং সংশোধনাত্মক মতবাদের নৃবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাটিও ভ্রান্ত বলে বর্জিত হয়েছে।

ষষ্ঠত, আরো উল্লেখযোগ্য যে, এই মতবাদ সম্পর্কিত মনোসমীক্ষণবাদী সিগমুন্ড ফ্রয়েড এবং তাঁর সহযোগীদের ব্যাখ্যাটিও ভ্রান্ত। কারণ, তাঁদের মতে, সমস্ত প্রকার অপরাধ ক্রিয়ার মূলে রয়েছে অবদমিত যৌন এষনা বা ইচ্ছা। কিন্তু সাধারণ মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে, এরূপ ব্যাখ্যাটি কখনোই সন্তোষজনক ব্যাখ্যা রূপে পরিগণিত হতে পারে না। আধুনিক কালের অনেক চিন্তাবিদই ফ্রয়েডের মতবাদের কঠোর সমালোচনা করেছেন। তাঁদের মতে, যৌন ইচ্ছা আমাদের বিভিন্ন প্রকার এষনার একটা দিক মাত্র, সমগ্র মানব এষনা নয়। কিন্তু ফ্রয়েড পন্থীরা এরকম বিবেচনা করেই মানুষের যাবতীয় ক্রিয়ার পিছনে অবদমিত যৌন ইচ্ছার ছায়া পর্যবেক্ষণ করেছেন—যা আদৌ যুক্তিসঙ্গত নয়।

সপ্তমত, এই মতবাদে অপরাধীকে কখনো-বা মানসিক বিকার গ্রস্থ, আবার কখনো-বা পরিস্থিতির শিকার রূপে গণ্য করা হয়েছে। অর্থাৎ, ব্যক্তিসত্তা হিসাবে অপরাধীকে ভুলে গিয়ে তার পরিস্থিতির এবং মানসিক বিকার গ্রস্ততার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ফলত, একজন আত্মসচেতন ব্যক্তিসত্তা হিসাবে তাকে চিহ্নিত করা হয় নি। কিন্তু অপরাধীর মানসিক অবস্থা এবং পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, সে প্রথমে একজন আত্মসচেতন ব্যক্তি হিসাবে গণ্য। সে কারণেই সে কখনোই সমাজের হাতে ক্রীড়নক হয়ে সমাজের ইচ্ছা অনুযায়ী তার সত্তাকে বিশেষিত করতে রাজী নয়। অধ্যাপক সেথ্ (Seth) তাই বলেন—"সমাজের নিজের ধারণা অনুযায়ী এবং তার সুবিধা অনুযায়ী নিষ্ক্রিয় বস্তুতে রূপান্তরিত হবার মত অপরাধী সে নয় (He is not a thing to be passively moulded by society according to its ideas either of its own convenience or of his good. Seth, ***A study of Ethical Principles*** : P 313)"।

Scanned with CamScanner

শাস্তি সম্পর্কিত মতবাদগুলির মধ্যে কোন্‌টি অধিকতর সন্তোষজনক (Which of the three views is more satisfactory)? : শাস্তি সম্পর্কিত মতবাদগুলির আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে সবশেষে যে প্রশ্নটি উত্থিত হয়, তা হল—উপরিউক্ত তিনটি মতবাদের মধ্যে কোন্‌টি অপেক্ষাকৃতভাবে বেশী সন্তোষজনক? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে আমাদের প্রথমেই জানা উচিত শাস্তি প্রদানের নৈতিক ভিত্তি কি? শাস্তি সম্পর্কে উপরিউক্ত তিনটি মতবাদের মধ্যে চরিত্রগত পার্থক্য থাকলেও, প্রত্যেকটি মতবাদেই স্বীকার করা হয়েছে যে, ন্যায়বোধ (sense of justice) থেকেই শাস্তি প্রদানের বিষয়টি উত্থিত। অর্থাৎ, শাস্তি প্রদানের মৌল ভিত্তিই হল ন্যায়পরায়ণতা (Justice)। এখন দেখা যাক্ এই ন্যায়পরায়ণতার বিষয়টি কোন্ তত্ত্বের মধ্যে সর্বাধিক পরিলক্ষিত। যার মধ্যে এর প্রভাবটি বহুল পরিমাণে পরিলক্ষিত সেই মতবাদটিকেই আমরা গ্রহণযোগ্য বলে দাবী করব।

প্রথম মতবাদ তথা প্রতিরোধাত্মক মতবাদের দাবী হল যে, শাস্তি প্রদানের মৌল উদ্দেশ্যই হল অপরাধীর শাস্তিকে সমাজে একপ্রকার দৃষ্টান্ত হিসাবে উপস্থাপিত করা। অর্থাৎ, শাস্তির দৃষ্টান্তটিকে পর্যবেক্ষণ করে সমাজের অপরাপর মানুষজন উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে যে, এরূপ অপরাধ করলে তার ক্ষেত্রেও অনুরূপ শাস্তি প্রদান করা হবে। এই ভয়েই তারা অপরাধ কর্ম থেকে বিরত থাকবে। কিন্তু এরূপ তত্ত্বে অপরাধী ছাড়া অন্যান্য সকলের প্রতি ন্যায়

Scanned with CamScanner

বিচারের দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হলেও, অপরাধীর প্রতি তা কখনোই নিক্ষিপ্ত নয়। কারণ, এক্ষেত্রে অপরাধীকে শুধু উপায় রূপে (as a means) গণ্য করা হয়েছে, উদ্দেশ্য রূপে (as an end) নয়। অথচ আমরা জানি যে, ন্যায়বিচারের বিষয়টি সকলের উপরই সমান ভাবে বণ্টিত হওয়া উচিত। সুতরাং দাবী করা সঙ্গত যে, ন্যায়পরায়ণতার বিষয়টি প্রতিরোধাত্মক মতবাদের ক্ষেত্রে একপেশে রূপে পরিলক্ষিত হয়েছে। ফলত, এরূপ মতবাদটি সম্পূর্ণভাবে গ্রহণযোগ্য নয়।

দ্বিতীয় মতবাদ তথা সংশোধনাত্মক মতবাদের দাবী হল যে, শাস্তি প্রদানের মৌল উদ্দেশ্য হল অপরাধীর চরিত্রকে সংশোধন করা। অর্থাৎ, অপরাধী যাতে ভবিষ্যতে আর অনুরূপ অপরাধক্রিয়া সংঘটিত না করে—তার ব্যবস্থা করা। এক্ষেত্রে অপরাধীর মঙ্গল তথা কল্যাণের জন্যই তাকে শাস্তি না দিয়ে তার চরিত্রকে সংশোধন করার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কিন্তু শাস্তি সম্পর্কিত এরূপ মতবাদটি সম্পূর্ণভাবে সমর্থন যোগ্য নয়। কারণ, এখানে ন্যায়পরায়ণতার যে নীতিটি অনসৃত হয়েছে তা শুধুমাত্র অপরাধীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, অত্যাচারিত বা সমাজের অপরাপর মানুষের ক্ষেত্রে নয়। কারণ, তাদের কথা বা অবস্থার কথা এখানে আদৌ চিন্তা করা হয় নি, চিন্তা করা হয়েছে শুধু অপরাধীর কথা। ফলত এক্ষেত্রেও, ন্যায়পরায়ণতার বিষয়টিও একপেশে হয়ে পড়েছে। তাই এরূপ মতবাদটিও সর্বান্তকরণে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠতে পারে না।

শাস্তি সম্পর্কিত তৃতীয় তথা প্রতিশোধাত্মক মতবাদের দাবী হল যে, শাস্তি প্রদানের মৌল উদ্দেশ্য হল অপরাধের ফল অপরাধীকে অনিবার্যভাবেই ভোগ করানো। অর্থাৎ, অপরাধী যেন বুঝতে পারে যে, তার অপরাধমূলক কর্মের ফলস্বরূপ তাকে শাস্তি ভোগ করতে হচ্ছে। তাঁর স্বকৃত অপরাধের ফল শুধু অত্যাচারিতের পক্ষেই অমঙ্গলজনক নয়, তার নিজের পক্ষেও অমঙ্গলজনক। সুতরাং অত্যাচারী তথা অপরাধী এবং অত্যাচারিত—এই উভয়ের মঙ্গলের জন্যই অপরাধীকে শাস্তিপ্রদান বিধেয়। এক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণতার বিষয়টি তাই সমাজের সকলের উপরই প্রযোজ্য। ফলত শাস্তি সম্পর্কিত এরূপ অভিমতটিই অপেক্ষাকৃত অধিকতর গ্রহণীয় বলেই দাবী করা সঙ্গত।

তাছাড়াও উল্লেখ করা যায় যে, প্রতিশোধাত্মক শাস্তিতত্ত্বের মাধ্যমে একদিকে অপরাধীর চরিত্রের যেমন সংশোধন হয়, তেমনি আবার তা সমাজের অন্য সকলের কাছে একটি মূর্ত দৃষ্টান্তরূপে গণ্য হয়ে অন্য সকলকে একই অপরাধ ক্রিয়া সম্পন্ন করা থেকে নিবৃত্ত করে। কারণ, এই মতবাদ অপরাধীকে উপলব্ধি করাতে সমর্থ যে, অমূল্য সামাজিক এবং নৈতিক নিয়মকে লঙ্ঘন করার জন্যই তার শাস্তি হয়েছে। এর ফলে তার চরিত্রের মধ্যে অনুশোচনা জাগে এবং ধীরে ধীরে চরিত্রের সংশোধন হয়। ফলত ভবিষ্যতে আর অনুরূপ অপরাধ কর্ম না করার জন্য সংকল্প বদ্ধ হয়। আবার তার শাস্তি পর্যবেক্ষণ করে সমাজের অপরাপর ব্যক্তিরা অপরাধ কর্ম করা থেকে নিবৃত্ত হয়। তাছাড়াও শাস্তি প্রদানের সময় লঘু প্রতিশোধাত্মক মতবাদের (Mollified form of Rigoristic Theory) অনুযায়ী অপরাধীর বয়স, লিঙ্গ, আর্থ-সামাজিক পরিবেশ, মানসিক অবস্থা, শিক্ষা-দীক্ষা ও শরীর স্বাস্থ্যের উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয় বলে, অপরাধ ও অপরাধীর প্রকৃত চিত্রটি ফুটে ওঠে। এর ফলে যথার্থ শাস্তি

Scanned with CamScanner

প্রদান করা বিচারকের পক্ষে সহজতর হয়। তাই সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে, লঘু প্রতিশোধাত্মক মতবাদের ক্ষেত্রে অপরাপর মতবাদগুলির বৈশিষ্ট্যও পরিলক্ষিত বলে, এই মতবাদটিই সর্বাপেক্ষা বেশী সন্তোষজনক বলে দাবী করা যেতে পারে।

Scanned with CamScanner